চতুর্থ অধ্যায়

কক্ষা বা ভাবনির্ণয়

করণগুরু লক্ষ্মীবরের সভাপতিত্বে সিংহপুরগড়ে জাতীয় মহাসভা আহূত হইবার কিছুকাল পরে এই প্রাচীন স্থান জলপ্লাবনে ও অপরাপর নৈসর্গিক নানাকারণে বিদ্ধস্ত হইলে তৎপুত্র জ্যেষ্ঠ গদাধর ও কনিষ্ঠ ব্যাসসিংহের বংশধর ব্যাসপুরে গিয়া বাস করেন। সিংহপুরের মহাসভায় গদাধর জ্যেষ্ঠ হইলেও অভিমান হেতু পিতৃপরিত্যক্ত ও মধ্যভাব প্রাপ্ত হন এবং জাতিমান জন্য প্রাণদান হেতু ব্যাসসিংহের পুত্র কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। যে উদ্দেশ্যে ও যে ভাবে উত্তররাঢ়ীয় সমাজে স্বতন্ত্র কুলবিধি প্রচারিত হইয়াছিল, কিছুদিন পরেই রাঢ়দেশে মুসলমান অধিকার বিস্তারের সহিত কুলীনগণের স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগহেতু তাহার বিপর্য্যয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল। কেহ কেহ স্থানভ্রষ্ট হইয়া কুলবিধি লঙ্ঘন করিতেছিলেন, কেহ বারেন্দ্র সমাজে, কেহ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে, কেহ বঙ্গজ সমাজে মিশিতে ছিলেন। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ব্যাসসিংহের জ্যেষ্ঠ বামদেব গোপকন্যা গ্রহণ করিয়া পতিত ও সমাজচ্যুত হন।[১] তাঁহার কনিষ্ঠ বনমালী সিংহ নিজ বাসস্থান ও অগ্রজকে ত্যাগ করিয়া বন কাটিয়া কান্দিতে আসিয়া সহর পত্তন ও তথায় গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। এই বনমালী সিংহই কুলদীপক বলিয়া কুলগ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই বংশের কুলপরিচয় সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"এমনের পুত্রবর, করণগুরু লক্ষ্মীবর। বিস্তারিয়া বলি সূত্র, তাহার হইল তিন পুত্র।
আগে জ্যেষ্ঠ গদাধর, ভাবে হইল মধ্যতর। ভগীরথ বঙ্গগত, বঙ্গজে হইলা রত।
ব্যাসসিংহ সর্ব্বশেষে, কক্ষা যার রাঢ়দেশে। করাতিয়া নামে খ্যাতি, কে তাহার সমান পাতি।
গদাধর বয়ঃজ্যেষ্ঠ, করাতিয়া কুলশ্রেষ্ঠ। রাঢ়দেশে দুই জন, প্রচারিল যার গণ।
জ্যেষ্ঠ লিখি কত পাছে, ক্ষীণ যাতে ভাব আছে। ব্যাসের যুগলপুত্র, বলিব তাহার সূত্র।
বামদেব সিংহ বড়, বনমালী ভাবে দড়। পুত্র বড় বামদেবে, গ্রহণগত সেবক সেবে।
কয়াড় বামদেব খ্যাতি, ভাব ছাড়া যাহার পাঁতি। বসতি কল্যাণপুর, ভাবে হইলা অতি দূর।

---

(১) "পতিতো বামদেবোঽভূদ্গোপকন্যাপরিগ্রহাৎ।
কল্যাণপুর-মান্ব্যাং স উবাস স তয়া সহ॥" (উত্তররাঢ়ীয় কুলদীপিকা)

বনমালী বনকাটি, সকল কুলের জাটি। কেশব তনয় তার, নিরাবিল কুল যার।
কেশবের দুই পুত্র, বলিব তাহার সূত্র। বিনায়ক সিংহ বড়, জগন্নাথ[২] কুলে দড়।
কক্ষায় হইল ভারি, বিখ্যাত সর্ব্বাধিকারী। বিনায়কের দুই পুত্র, যাহা হইতে রাজসূত্র।
কুলে রাজা লক্ষ্মীধর, পতিরাজ তার পর। পতিরাজ করণে আঁটো, রাজা হইতে কক্ষা খাটো।
লক্ষ্মীধর কুলের রাজা, শ্রীকরণে কৈল পূজা। সভাতে হইল মান, আগে পাইল গুয়া পান।
জগন্নাথ লক্ষ্মীধর, ভাবে দুই সমসর। রাজসূত্রের বহুভাব, স্থান বুঝিয়া কুলের লাভ।
রুদ্রসিংহ অগ্রগণ্য, কক্ষায় বলিব ধন্য। তবে বলি দামোদর, সাসপাড়া কৈল ঘর।
তার পরে বিদ্যাধর, রাজা বোলে জাত্যন্তর।[৩] দক্ষিণরাঢ়েতে গতি, আনুল্যায় কৈলা স্থিতি।
আশ ব্যাস বঙ্গবেড়্যা, কক্ষাখাটো রাঢ় ছেড়্যা। কহিল রাজার পুত্র, তাহাতে প্রধান রুদ্র।
দুই পুত্র আদি পক্ষ, নাহি তার সমকক্ষ। জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্ধারণ, তাহার পাছে হইল গণ।
বিষ্ণুসিংহ পক্ষান্তর, পূর্ণায় করিলা ঘর। উদ্ধারণে দুই পুত্র, বিস্তারিয়া বলি সূত্র।
বল্লাল সভার জ্যেষ্ঠ, ডিহি কান্দি বাস শ্রেষ্ঠ। তারপরে তারাপতি, দোহাল্যা করিল স্থিতি।
কহিল উদ্ধারণের বংশ, দুই গ্রাম হইল অংশ। তবে বলি গণপতি, কক্ষায় তাহার খ্যাতি।
গণপতি রাজার বেটা, যে ধরে গুয়ার বাটা। একপক্ষ দুইজন, সমভাব সমর্পণ।
অগ্রগণ্য জীবধর, তবে বলি প্রভাকর। তারপরে পক্ষান্তর, নারদ মধু সহোদর।
নারদ বিধানপর, জীব প্রভা সমশর। পক্ষান্তরে দুইজন, নন্দন আর বিকর্ত্তন।
মধু নন্দন বিকর্ত্তন, সমভাবে সমর্পণ। তাহার মধ্যে জায় জায়, কক্ষায় সমতা পায়।
গণে গণে জীবধর, তবে বলি প্রভাকর। নারদ তেমতি ভাব, আদান প্রদান লাভালাভ।
বল্লাল তাহার পর, ভাবে কিছু অন্তর। মধু নন্দন বিকর্ত্তন, তারাপতি সমর্পণ।
তারপরে বলি ঘর, আদাড়বোন দামোদর। আদাড়বোনা ইতি স্থিতি, বিষ্ণুসিংহ পূর্ণায় বসতি।
পতিরাজ গোপাল নাম, আলি পার আমগ্রাম। পতিরাজ তারপর, প্রায় ভাবে মন্দতর।
কহিল রাজার সূত্র, জগন্নাথের তিন পুত্র। শ্রীধর তাহার জ্যেষ্ঠ, বানিয়ায় বসতি শ্রেষ্ঠ।
মাধব সিংহ জামুয়ায় স্থিতি, তার পুত্র নিশাপতি। গোবিন্দ তাহার পর, প্রায় ভাবে সমশর।
স্থানে গেলা কোন বংশ, জামুয়াতে তাহার অংশ। কেহ বা ছাতিনাগত, ভাটরায় আছেন কত।
সভারি জামুয়া মূল, জগন্নাথে রাখে কুল। জামুয়া বালিয়া সমভাব, আদান প্রদান লাভালাভ।
পরে জ্যেষ্ঠ গদাধর, ভাবে তিহো মধ্যতর। তাহাতে বসতি ডিহি কান্দি,কেহ কেহ গেলা দধি।
কেহ আদমপুর গত, স্থানান্তরে আছে কত। যূথ শুনো মহিরাজ্য, কক্ষায় থাকিলে কার্য্য।
তবে বলি বঙ্গবাড়িয়া,কক্ষায় খাট রাঢ় ছাড়িয়া। ভাবান্তরে শুনি দিয়া মন,বাসুদেব করাড় জিঙ্গন।
কহিল সিংহের কুল, করণে কুলের মূল॥

---

(২) সংস্কৃত কুলদীপিকার মতে, শ্রীপতির পুত্র জগন্নাথ।
(৩) 'রাজবলে জাত্যন্তর'—পাঠান্তর।

উক্ত কুলপঞ্জিকা অনুসারে নিম্নে বংশলতা উদ্ধৃত হইল—

বাৎস্যগোত্র—সিংহবংশ।
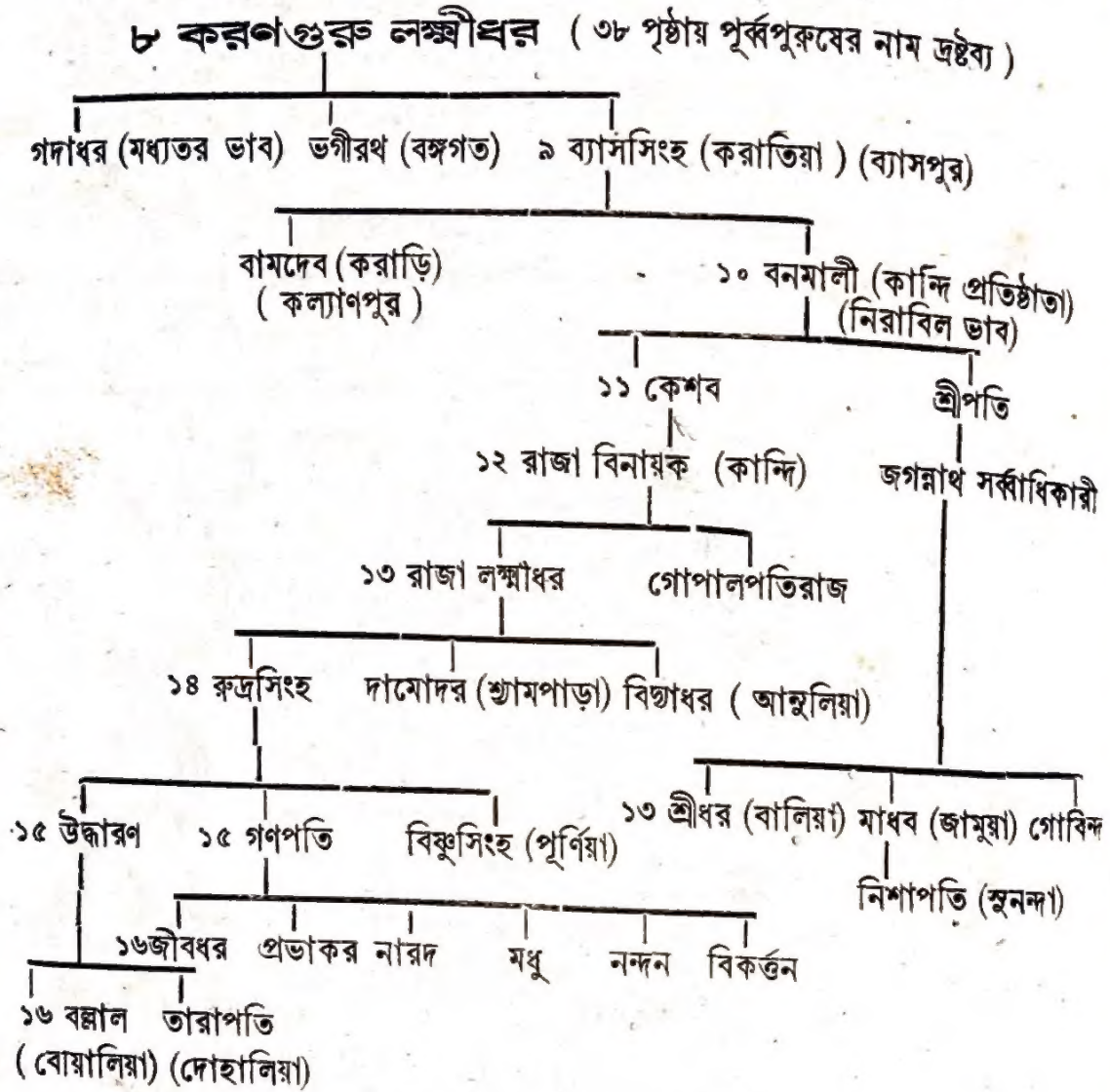
উক্ত বংশলতা হইতে বুঝিতে পারি, ব্যাসসিংহের অধস্তন ৫ম পুরুষ জগন্নাথসিংহ "সর্ব্বাধিকারী" উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান আমলে সর্ব্বাধিকারী উপাধি বিচারাসনে অধিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পদমর্য্যাদাসূচক। বলাবাহুল্য, তৎকালে উত্তররাঢ়ে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং জগন্নাথ সিংহ মুসলমান নৃপতির অধীনে প্রধান বিচারপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেবল নিজ সমাজ বলিয়া নহে, পদমর্য্যাদার খাতিরে তিনি সমস্ত রাঢ়ে সম্মানিত ছিলেন সন্দেহ নাই। রাজক্ষমতা হেতু তাঁহার জ্যেষ্ঠ বিনায়ক সিংহের পুত্র লক্ষ্মীধর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি রক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। এ সময়ে কুলীন সমাজে লক্ষ্মীধর "কুলরাজ" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি কুলসভায় সর্ব্বাগ্রে গুয়াপান বা মাল্য চন্দন পাইয়াছিলেন।

রাজা লক্ষ্মীধরের পরেই দেখা যায়, তাঁহার এবং জগন্নাথ সর্ব্বাধিকারীর বংশধরগণ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সভায় উত্তররাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণ সমবেত হইয়া উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সমীকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, সেই সময়ে গৌড়ে রাজা গণেশের অভ্যুদয়। অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, হিন্দুকুলতিলক রাজা গণেশের সভায় বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণপ্রবর উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, কুল্লুকভট্ট, মঙ্গল ওঝা ও নরসিংহ নাড়িয়াল উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদেরই চেষ্টাতে বারেন্দ্র ও কুলীন-সমাজে পরিবর্ত্তমর্য্যাদা ও করণপদ্ধতি প্রচলিত হয়।[৩] এদিকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রধান কুলগ্রন্থ ধ্রুবানন্দের মহাবংশে লিখিত আছে—

"শ্রীদত্তখানস্য সভাসু পূর্ব্বং কিণালকুণ্ডং ঘটকা সমূচুঃ।"[৪] ইত্যাদি

অর্থাৎ সেই শ্রীদত্তখানের সভাতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ঘটকগণ উপস্থিত হইয়া কুলবিচার করিয়াছিলেন। এই সভাতে কুলবিচার হইয়া পূর্ব্বতন কুলবিধি অনেকটা পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন কুলনিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। শ্রীদত্তখান কে ছিলেন তাহা পূর্ব্বে স্থির করিতে পারি নাই। উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় কাশ্যপগোত্র দেবদত্তের বংশে তাঁহার অধস্তন ১৩শ পুরুষে রবিদত্ত খানের নাম পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বংশ উদ্ধৃত হইল।
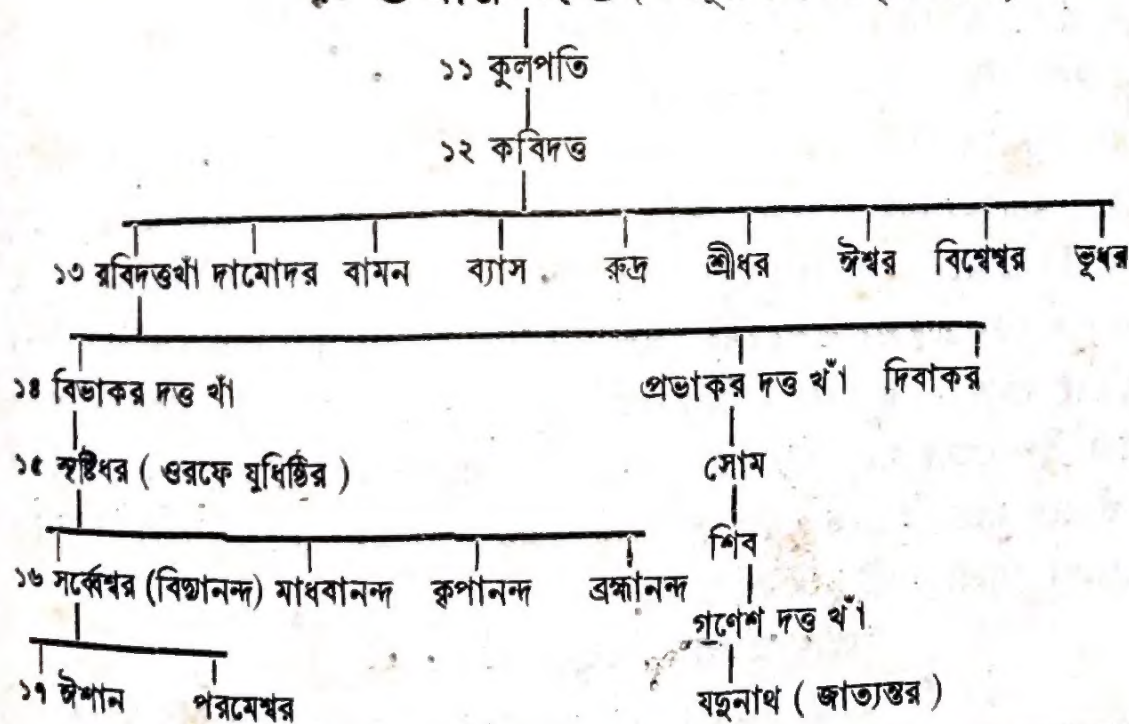
(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ২য়াংশ, বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ বিবরণ। ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১মাংশ, (২য় সংস্করণ) রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ ১০২ পৃষ্ঠায়, "শ্রীদত্তখানস্য" লিখিত হইয়াছে। পরে ধ্রুবানন্দের প্রাচীন পুথি ও গোপালশর্ম্ম-রচিত প্রাচীন ব্যাখ্যায় "শ্রীদত্তখান" নাম স্পষ্ট লিখিত হওয়ায় এখানে তাহাই গৃহীত হইল।

উদ্ধৃত বংশাবলীবর্ণিত উবারু দত্ত বল্লালসেনের সমসাময়িক ব্যক্তি হইতেছেন। পূর্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি, উবারুর পিতা ও ভ্রাতৃগণ সকলেই বল্লালের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন। তৎকালে গর্ভবতী উবারুর মাতা পলাইয়া গিয়া আগরী-গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেই আগরীর ঘরে উবারু দত্তের জন্ম। এই উবারু দত্তের অধস্তন ৮ম পুরুষে গণেশ দত্ত খাঁর নাম পাইতেছি। গণেশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রবিদত্ত প্রথম 'খান' উপাধি লাভ করেন। গৌড়েশ্বরের সেনাবিভাগে কার্য্য করিয়া গৌড়পতির অন্যতম সেনাপতিরূপে ইনি খাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার বংশধরগণ বরাবর সেনানীপদে থাকিয়া 'দত্তখাঁন' উপাধি ব্যবহার করিতেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায় যাঁহারা বল্লালসেনের নিকট কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, রাজা গণেশের সভায় উদয়নাচার্য্য ভাতুড়ীর কুলপদ্ধতি প্রতিষ্ঠাকালে তাঁহাদের মধ্যে ৮ম পুরুষ গত হইয়াছিল। এদিকে বল্লালসেনের সমসাময়িক উবারুদত্তের ৮ম পুরুষ অধস্তন গণেশ দত্ত খাঁন হইতেছেন। যাঁহার সভায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলবিচার হইয়াছিল সেই শ্রীদত্তখানও ঐ সময়ের লোক হইতেছেন। এরূপ স্থলে রাজা গণেশ, গণেশ দত্তখাঁন ও শ্রীদত্তখাঁন অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজে প্রবাদ আছে, রাজা গণেশ উত্তররাঢ়ীয় দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি দিনাজপুরে রাজা ছিলেন।

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত রাইগঞ্জের নিকট গণেশপুরে রাজা গণেশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, এ অঞ্চলে তাহার প্রবাদ আছে। ইহার নিকটে রাজা গণেশের মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী পুত্র জলাল্‌উদ্দীনের কবর ও তাহার উপর মস্‌জিদ আছে। প্রাচীন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপর উক্ত মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই মস্‌জিদ দর্শন করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। জলাল্‌উদ্দীনের বংশধরগণ অধুনা পূর্ণিয়ায় বাস করিতেছেন। জলাল্‌উদ্দীনের হিন্দু নাম যদু। এদিকে দত্তবংশাবলী গ্রন্থে গণেশ দত্তখানের পুত্র 'জাত্যন্তর' লেখা আছে।

যাহা হউক রাঢ় ও বরেন্দ্রের সেই সময়ের সামাজিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে জানিতে পারি যে সেই সময়ে সকল সমাজেই সংস্কারের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কুলজ্ঞগণ যেরূপ রাজা শ্রীদত্তখাঁনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ উত্তররাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণ করণগুরু লক্ষ্মীধরের সভায় উপস্থিত হইয়া কুলবিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সভায় উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলভাবের ৬টি অংশ নির্ণীত হয়—

"মহাআর্ত্তিস্তথা আর্ত্তি সুমধ্যমশ্চ মধ্যমঃ।
ক্ষেম্যং সংক্ষেম্যকম্মিমং কুলভাবাঃ ষড়াংশকাঃ॥" (কুলপঞ্জিকা)

অর্থাৎ আর্ত্তি, মহা-আর্ত্তি, মধ্যম, সুমধ্যম, ক্ষেম্য ও সংক্ষেম্য এই ছয় প্রকার কুলভাব।

রাজসভায় ছয় প্রকার ভাব স্থির হইলেও বিভিন্ন বংশের কুলীনের মধ্যে ভাব লইয়া গোলযোগ হয়। অতঃপর, কান্দি ও পাঁচথপীর রাজবংশীয় কুলীনগণের সাহায্যে

কুলাচার্য্যগণ সমীকরণ করেন। এই সমীকরণে সিংহবংশে ছয় জন ও ঘোষবংশে ছয় জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিরাবিল কুল বলিয়া সম্মানিত হন।

ঘটককেশরীর কুলকারিকায় লিখিত আছে—

"সিংহে তিন ঘোষে তিন, তিন পুরুষে না থাকে ঋণ।
তিন পুরুষে সমান রয়, নিরাবিল সে কুল কয়।
সিংহে ছয় ঘোষে ছয়, ষট্ কুল উভয়ে কয়।
উভয় উভয় উভয় কুল, কঞা দিল ভাবের মূল।
আদান কমি প্রদান সমি, পাত না পাড়ে বেড়ায় ভ্রমি।
নিকষ বলি ছাড়ে ডাক, সে কুল বলি শুদ্ধ পাক।
আদান কড়ি প্রদান কড়ি, ভোজ খাইয়া ফিরে বাড়ী বাড়ী।
হয় ধন করে পুনঃ জাঁকে, দানের বলে পুনঃ সে ডাকে।
করণে বুঝি পাকের সন্দি, ডাক পাক কুল খাতক বন্দি।
দাসে পাট তার সরস তিন, মিত্র দত্তে তেমতি চিন্।
তিন তিন তেজা বাণী, ইথে না হয় কুলে হানি।
ইথে আদানে কুলের মান, প্রদান হইলে সে কুল যান।
বর্জ্জের কদর্য্য কথা, যায় থাকে সে কুল বৃথা।
বরং ভিন্ন জেতে যায়, যার তার ঘরে অন্ন খায়।
করিলে করণ এ দোষ ঘুচে, যা খায় কুল কারে না রুচে।
সকলের মূল অর্থদান, নয় হয় কুলে মূলে যান।
ধনের বলে পুনঃ সোসরি, কুল মূল ডাক কহেন কেশরী॥"

সিংহবংশের ষট্‌কুলের বংশলতা ৪৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে ঘোষবংশের ষট্‌কুলের পরিচয় ও বংশলতা প্রদত্ত হইল :—

"নব নারায়ণ খ্যাতি বলিব বংশের পাতি।
যজানেতে উপাদান নয় পুত্র বলবান্।
নারায়ণের বংশ ধন্য ষাট আগে অগ্রগণ্য।
বিখ্যাত সামন্তরায় লোকে যার যশ গায়।
মুরারি তাহার পর রাম লক্ষ্মণ সহোদর।
বনমালী জনার্দ্দন এক পক্ষে ছয় জন।
আর তিন সহোদর আলিপারে করিল ঘর।
সঙ্কেত দোকড়ি কানু যারে যারে বাসে অনু।
জনার্দ্দনে কহি অংশ যে যে গ্রামে যে যে বংশ
রাম অচ্যুত বাসু ঘোষ বালটিতে গুণ দোষ।

শ্রীনিবাস সর্ব্ব পাছে যাহাতে ভাল তেজ আছে।
তিমন বামন অচ্যুত শ্রীনিবাসের তিন সুত।
বামন হিলোড়া গত স্থানে স্থানে আছে কত।
পর পক্ষে ত্রিবিক্রম কক্ষায় নাহি যার সম।
মহাপুরুষ পুণ্যবান্ অষ্ট পুত্র উপাদান।
মণ্ডল ভরত জ্যেষ্ঠ বরকুণ্ডার বাস শ্রেষ্ঠ।
বিদ্ধারপুরা কুচাইডাঙ্গা বরকুণ্ডায় ভাবে ভাঙ্গা।
নৃকুণ্ডায় তাহার পাছে কুচাইডাঙ্গা ভাবে আছে।
বলিব মণ্ডল-বংশ তপাদারে যার অংশ।
মগরা প্রধান যার পশ্চাৎ বালটি আর।
এ দুই তেজের কুল থাট পাই আটে মূল।
মেঘ ঠাকুরে ভাবে রাড়া ঘোষকান্দি বানুপাড়া।
পক্ষশেষে বাণেশ্বর পলিসা কোমলতর।
তবে বলি রাজসূত্র নরপতির তিন পুত্র।
মল্লিক প্রয়াগ গরুড় পাঁচথুপী কুলে দড়।
তার পরে কাশীশ্বর টগরা নগরে ঘর।
কারফরমা গরুড় স্থান রুহা সিঙ্গারি বাদে যজান।
কহিল তাহার অংশ যেখানে যাহার বংশ।
যেমত নামের পদ্য তেমতি কুলের গন্ধ।
তবে বলি দিগম্বর প্রজাপতি সমশর।
বিস্তারিব তার বংশ চারি গ্রামে চারি অংশ।
যজান রসড়া খড়া তার পাছে ষাটিতড়া।
কুলাই নিকষ কুল রসড়া তাহার মূল।
মহারাজ যুবরাজ বৈসে যজান মাঝ।
তাহার পাছে রুক্মাঙ্গদ বসতি দহের হ্রদ।
ষাটিতড়া চূড়ামণি মধ্য ভাবে তাকে গণি।
চক্রপাণি কুলে দড় বাইশ কুলের তেজা বড়।
বাইশ বল্লভ খ্যাতি যাহার সূত্র কুলপতি।
চূড়ামণি তার পরে মধ্য ভাব দিগম্বরে।
পরে বলি দণ্ডপাণি কুল গ্রামে নাই হানি।
শক্তিপুর বাণেশ্বর জটাধর মালাধর।
উভ চরিব্বন্ধ গ্রাম দণ্ডপাণি পুণ্যধাম।

ছোট ঠাকুরে কক্ষ দড়,   আকুতা গ্রাম ডাকে বড়।
আকুতা নিকষ কুল,   রামরাজ ভাবে মূল।"
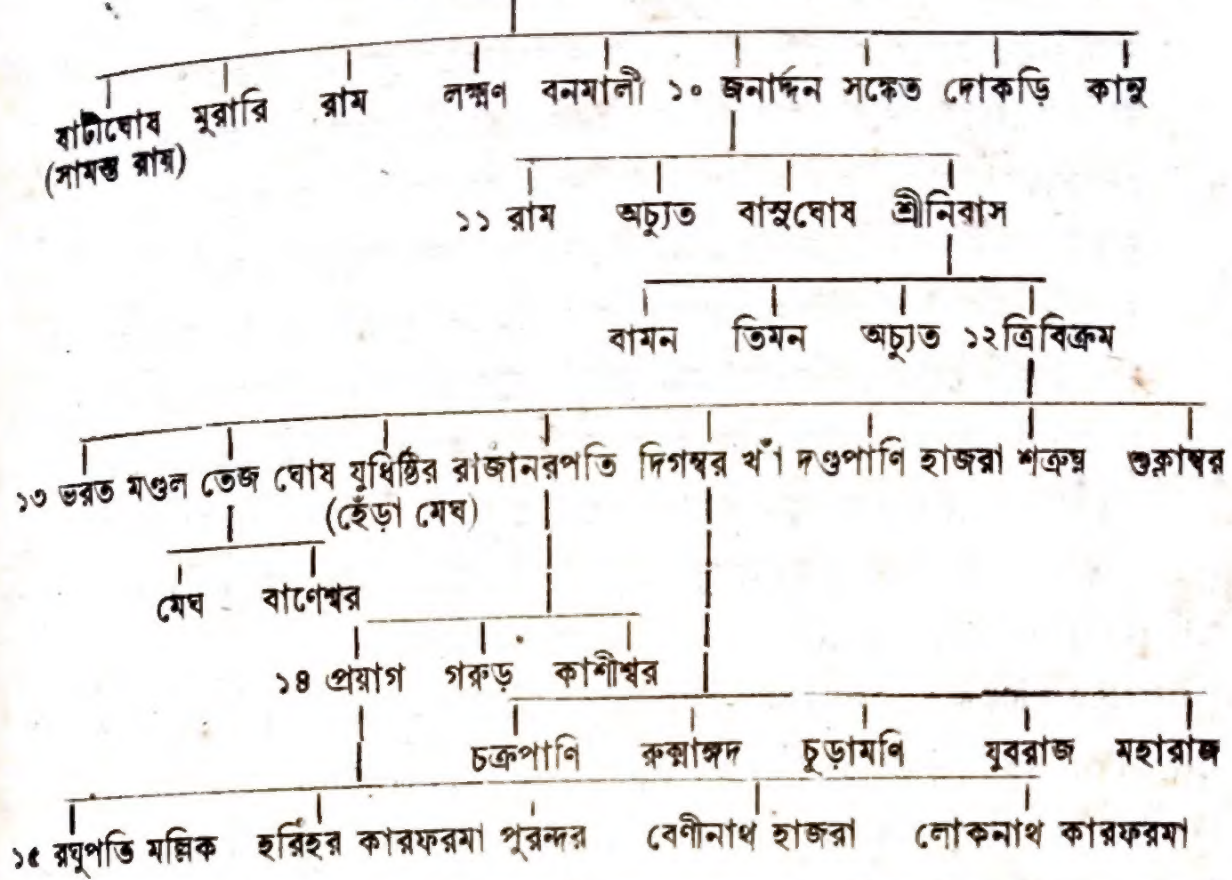
উপরে যে ষট্‌কুলের কথা লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে নিম্নে সিংহ ও ঘোষ বংশের ষট্‌কুলের প্রবর্ত্তকের নাম প্রদত্ত হইল :—

সিংহের ষট্‌কুল		ঘোষের ষট্‌কুল	
প্রবর্ত্তকের নাম	নিবাস	প্রবর্ত্তকের নাম	নিবাস
জীবধর সিংহ	কান্দী	রঘুপতি মল্লিক	পাঁচথুপী
প্রভাকর সিংহ	কান্দী	বেণীনাথ হাজরা	পাঁচথুপী
নারদ সিংহ	মাধাইপুর	লোকনাথ কারফরমা	পাঁচথুপী
শ্রীধর সিংহ	বালিয়া (বেলে)	চক্রপাণি ঘোষ	রসড়া
গোবিন্দ সিংহ	জামুয়া	রুক্মাঙ্গদ ঘোষ	রসড়া
মাধব সিংহ	জামুয়া	যুবরাজ ঘোষ	জয়ধান

সিংহ-বংশে উক্ত ছয় জন এবং ঘোষ বংশে উক্ত ছয় জন শ্রেষ্ঠ নিরাবিল বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। নিরাবিলের ভাব সম্বন্ধে ঘনশ্যামের ঢাকরী গ্রন্থে লিখিত আছে—

"নিরাবিলের ভাব বলিব ঢাকরী শুন আগে। যা শুনিতে সারিল কুল শ্রবণ-কটু লাগে॥
বাচা পাড়া দুইটি না দেখিএ যায়। বর্জ্জের কদর্য্য কথা নাহি যার গায়॥
শাবলদাদি ষাটি ঘরে না করে প্রবেশ। কাশ্যপ সপ্তম ঘরে নাহি যার লেশ॥

করাঘাতে মুখ যার না হইল টেড়া। ভরদ্বাজ মৃগরাজে নাহি যার খেড়া॥
আলমাসি পচা কই যে না করে সংকার। পরস্পর গোছাইয়া না করে আহার॥
খর্জ্জুরকণ্টকে ফুটি না লইল ধন। রাজবলাঘাত ধনে না ডুবিল মন॥
রাজবলাঘাত কথা বড়ই প্রমাদ। রোগী জীয়ে ওঝা মরে কুলে অপবাদ॥
যাম্য উত্তরপন্থ পথে না দেখি গমন। মান্দারি কুণ্ডলে যেবা না করে গ্রহণ॥
কাগাশবাসী আগন ঋষি যার নাই ঘটে। যার অঞ্জনীর অঞ্জন দাগ নাই শুক্লপটে॥
দৈবযোগে খাসা দধি যেবা নাই খায়। চল জামনায় যাব না বোল যেবা জন গায়॥
কড়ার জিঙ্গন বঙ্গ কাঁটা নাই ফুটে। দৈবকীনন্দন আদি যার নাই ঘটে॥
মান্দারি দুর্ব্বাদ কথা নাহি যার গায়। যার সীমাভঙ্গ কুচারিয়া না পড়িল পায়॥
কুলিয়া আদি ষোড়শিকসি যেবা নাই করে। লুব্ধ হইয়া না গিয়াছে সীমাভঙ্গ ঘরে॥
পথ্যপাড়া বিষ্ণু অংশে রুদ্র শ্রীধরগণে। আগাডোম দিয়া যেবা না কৈল গমনে॥
এই সব কুলারি ঘরে আছে যার ডর। সেই সে কুলের আগে নিরাবিল ঘর॥"

উপরে দোষাশ্রিত ঘরে যে সকল কুলীনের কার্য্য হইয়াছিল, উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় তাহাদের এইরূপ পরিচয় আছে—

"শ্রীকরণের আগে কই জিঙ্গন তিঙ্গন মাথা দই। আলমাসি পচাকই করণ করিয়ো ইহা বই॥
সিংহে জিঙ্গন তিঙ্গন কুণ্ডলদাস। মিত্রে কুড়ুমগাঁর না দাঁড়াইয়ো পাশ॥
তিন ঘরে তিন দোষ লিখি ভাব ছাড়া। উমাপতি বহড়ান কালুয়া পিণ্ডপাড়া॥
ঘর সরস ভাব নীরস, কদাচ না করিয়ো পরশ। যদি যাও পাঁচের পর, তবেই লিখি ভাবান্তর।"

কুলজ্ঞগণ স্থির করেন যে, যে সকল নির্দ্দোষ কুলীন নিজ কক্ষায় আদান প্রদান করিতে পারেন নাই, তিন পুরুষ মধ্যে করণ কারণ করিলে পূর্ব্বমর্য্যাদা লাভ করিবেন। কিন্তু তিন পুরুষ মধ্যে কুলকার্য্য না হইলে তিনি ভঙ্গ ও কক্ষচ্যুত হইবেন। এ সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

"তুঙ্গ তুল্য তনু অনু নিরাবিল চারি। ষাটকটু মোড়া বটু নিরাভঙ্গকারী॥
ত্রিপুরুষে নিরাবিল ত্রিপুরুষে ভঙ্গ। ত্রিপুরুষে বাড়িয়া চলে কক্ষার তরঙ্গ॥
ত্রিপুরুষে করণদোষ ত্রিপুরুষে থাক। ত্রিপুরুষে করণবৃদ্ধি ত্রিপুরুষে পাক॥"

বাস্তবিক উত্তররাঢ়ীয় সমাজে গ্রহণ গুণে নিরাবিল ও গ্রহণদোষে কুলভঙ্গ হইবে নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রহণের দোষগুণ সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"উভয় রাজ্যে কুলছত্র, বাটা ভোটা পিড়িপত্র। আগের আগে করি মান,নিরাবিলে গুয়াপান।
গ্রহণকুলে নিরাবিল গ্রহণদোষে ভঙ্গ, গ্রহণবলে বাড়িয়া চলে কক্ষার তরঙ্গ।
গ্রহণ কুলের তনু বিতরণে ডাক, ত্রিপুরুষা নিরাবিল তাথে বাটা রাখ।
আগে অরি লেখা করি তবে দেখি কুল, ডাক সরসি বুড়ার বেটা কাহাতে কত মুল।
ডাকের তেজে পাক না বুঝে ঐ যে দুখে মরি, ডাক পাক থাকিলে কুল নিরাবিলে ধরি।

গুদ্ধ মাতামহী বলে কুলক্রমে ডাক, গ্রহণগত কুল হয় হাড়ি নাড়ি পাক।
স্বীকারি গৌরবী রবে পুত্রগত কুল, গ্রহণ গত কুল হয় নিরাবিলে বল।
বিতরণে বলে পিতা পিতামহ দেখি, আত্মবিতরণ কুলকৃতি লিখি।
গ্রহণে কুলের তনু বিতরণে ডাক, ষট্ করণী নিরাবিল তাথে বাট্টা রাখ।
শেষ পক্ষ পিতা যদি নিরাভঙ্গ হয়, পূর্ব্ব পক্ষ ধারা বলি কুল টুটা নয়।
পক্ষগত বলাবল ভাবে গুরু লঘু * * *
সাক্ষ্য মেঘে দক্ষিণার্ক পলিসা কোমল, এথা রাজার কুলে মিছা ডাক সিংহারি দুর্ব্বল।
পূর্ব্ব ভাব ডাকে জানি পাকে জানি পর, ডাকে পাকে যুঝাইয়া বুঝিয়া দেখ ঘর।
ঘরে ঘরে উচা নীচা কোথা বৈসে কে, অনুক্রমে দায় খাতকি যার খাতক যে।
ডাক পাক কুলের মূল, ডাকে পাকে থাকে কুল। দোষ থাকে পরম্পরা ত্রিপুরুষী লিখি ধরা।
যদি সীমা ভঙ্গ হয় সে কুল নির্দ্দোষ নয়। গ্রহণেতে ভঙ্গ হয়, ব্যাসপুত্র সাক্ষ্য তায়।"

কুলজ্ঞগণ স্থির করিলেন যিনি যে রাজদত্ত গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, অথবা যে যে গ্রামে গিয়া বাস করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সেই গ্রাম অনুসারে তাঁহার সমাজ বা কুলস্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। শুকদেব সিংহ তাঁহার 'ঢাকুরী' গ্রন্থে এইরূপে ১৬৭ খানি কক্ষা বা গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"সিংহে কান্দি মাধাই ঘটা। জাম্বুয়া বাল্যা ছাতিনা ভাটা॥
সাস দোয়াল্যা বোয়াল্যা বিধি। পুন্না আমুয়া আমোদ দধি॥
যাজি হিলোড়া কলগাঁ শেষে। কল্যাণ বঙ্গ অষ্টাদশে॥
পাঁচথুপী টগরা রুহা সিংহারি জয়যান। সাটিতরা রসড়া কুলাই শক্তি ঘোষবাণ॥
ঘোষকান্দি বাসুপাড়া নন্দী পলিসা মগরা। আকুতা বরকুণ্ডা কুচাইডাঙ্গা বিল্কারপুরা॥
একোনবিংশতি আটে গ্রাম লিখা যায়। নারায়ণাদি চলে একবিংশ লেখি তায়॥
মাগুর মণ্ডল-আর্ণা মোচনা মালিনীপাড়ি। গুরুলিয়া ঠাকুর লক্ষ্মণ বাতুল চঞ্চাতড়ি॥
মণ্ডল ঘোষবাটী কৈয়া দেশে তুনী আলি পারে। টীটা উলকুড়া বারহরা সমতরি পরে।
বালট্টি সুদিপুরগত শুভ হেতু আছে। পাতণ্ডা হিলোড়া হাড়া লেখি আগে পাছে॥
লেখা করি বুঝ গ্রাম বেদাম্বর ঘোষে। ঘনুর পুথি দেখিয়া ঢাকুরি ঘনুর নাতি ভাষে॥
বহড়ান সুরুড়া নগাঁ মহীপতিপুর খয়েববনি। মসজদ্দ কুজুড়া বামুনিগ্রাম পলসা জামনা জানি॥
কলগাঁ কেমপুরা সাঙ্গড়া উইপুর পাইকপাড়া উত্তরে বাস। সরসে নীরসে দাসের গাঁই তুল্যহ্রাস॥
বেলুন মেহগ্রাম ডুঘা গোকর্ণ কাঞ্চনা। গোমতী কুড়ুম্ব কানুয়া আকর বসুগণা॥
চাচিকা রুহুড়া পলসা দরিগুপ্ত গ্রাম। খাজুড়ি আলতড়ি হিলোড়া ময়না গ্রাম॥
চতুর্দ্দশ আকরঘরে বাড়ায় সপ্তদশে। বিশ্বামিত্র গ্রাম এই গণন একত্রিশে॥
[বাড়া মিত্র] ধামতড়ি পত্নমড়ি কোউগাঁ নৈহাটী। পাঁচবেড়্যা লুকপাড়া কৈয়ড় ভালকুটি॥

নগাঁ কান্দারি আর টিকরি সাটই। গজপতিপুর সিদ্ধি গরুড় পায়রা মোনাই আকবরে॥
ঠেঙ্গাপুর নিরোল পলি সিবড়ি এরেড়া। টিকরি আগরডাঙ্গি কুজুড়া উত্তরপাড়া॥
ব্যাস রুদ্র শ্রীধর কিশু বিশু এর বাটী। বড়গ্রা বাসে দোষে গুণে চতুর্দ্দশে জাটি॥
শ্রীগাঁ শ্রীনিধিপুর পামাই গোকর্ণ। গোয়ালা গামালা..............বিবর্ন॥
সলোড় হরিরপাড়া লেখি যে বিরস। বল্লালী পাড়ান সাত গ্রামে পাই দশ॥
অনল ঋষি সিমলিবাসী পশ্চাৎ কাগাসে। দত্ত ঘর লেখা কর গণনা ছাব্বিশে॥
দক্ষিণে শাণ্ডিল্যখণ্ড মল্লিকে মুকুন্দি। জলসুঁতি জাউলা কুজুড়া তনে লোহারন্দি॥
শিরপাড়া পাড়াখণ্ড আলগাঁ পৌরসে। সাত ঘর মহী সপ্ত সাবলদা বিশেষে॥
বাতড়ি বরাড় ঝিকরহাটী পীলসমা মাসনা। কুলিয়া লগ্রা এই ছয় খান কাশ্যপে আসনা॥
পাঁচখান লিখি যে তার করণ কারণ সার। কন্যা শুন্যা ভালমতে করিহ বিচার॥
অম্বু আর গিধিনা দধি গোকর্ণ গোময়। দাসপাড়া আটঘর্যা গিয়া কুসুম্বাতে রয়॥
কোঙরডা মুনির বট সনক আলয়। উচ দেয়া বিছাকটু কোগাঁ কুন্যা কয়॥
পটু কটু কটুর কটু বটুর বটু ঠাঞি। মুষিক প্রায় ঘর ছেদে বিংশ এক গাঞি॥
আমলকি পুন্না যুগল ভরদ্বাজের ঠাঞি। করে কেবল গাঞি চতুরী ঢাকুরী লেখা পাই॥
আলুগাঁ কাঞ্চনগড়া কয়া বিবরি পরে। শতেক সাতষষ্টি সীমা সাড়ে সাত ঘরে॥"

উদ্ধৃত বচন হইতে পাওয়া যাইতেছে, বাৎস্য সিংহবংশের ১৮, সৌকালিন ঘোষ-বংশের ৪০, মৌদ্গল্য দাসবংশের ২৪, কাশ্যপ দত্তবংশের ২৬, কাশ্যপ দাসবংশের ১৮, বিশ্বামিত্র মিত্রবংশের ৩৬, শাণ্ডিল্য ঘোষবংশের ৯, ভরদ্বাজ সিংহবংশের ২ এবং মৌদ্গল্য কর-বংশের ৪, মোট ১৭৭ গ্রাম বা সমাজস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এদিকে শুকদেব তাঁহার ঢাকুর মধ্যে ১৬৭টি গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন অথচ তাঁহারই নির্দ্দেশ মত ১৭৭টি গ্রাম পাওয়া যাইতেছে, ইহার কারণ কি? সম্ভবতঃ মূল সমাজস্থান নির্ণয়ের সময় উপ-গ্রামগুলি বাদ দিয়া ১৬৭টি মূল কুলস্থান ধরিয়াছেন।

এক সময়ে এই সকল কুলস্থান বা কক্ষার উৎপত্তি হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কুলের প্রধানগণের বাসহেতু তাঁহার বংশধরগণের সমাজস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। সিংহাদি নয় ঘরের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি হইতে কোন্ কোন্ কক্ষা বা সমাজস্থান গণ্য হইয়াছে, কুলাচার্য্য শ্যামদাসের 'ঢাকুরী' গ্রন্থে ইহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে; প্রয়োজনবোধে তাহার আদ্যোপান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কৃষ্ণের তনয় শ্যাম করি পরিহার। গ্রামগত লিখি ভাব করিয়া বিচার॥
শ্রীকরণের আগে আমি করি নিবেদন। অবধান করি শুন কুলের নন্দন॥
কুলাজী ঢাকুরী দেখি আর কক্ষোল্লাস। বিচার করিয়া ভাব করি যে প্রকাশ॥
বদ্ধ করি শুন সবে কথা পুরাতন। উত্তম মধ্যম ন্যূন ত্রিবিধ করণ॥

তারপর কক্কোল্লাস কৈয়া দিলা ঠাম। মনের কৌতুকে শুন সবে সেই গ্রাম॥
যদ্‌যথা শুনিয়া সভে করে অভিলাষ। দৈন্য দশায় করে কুলের বিনাশ॥
ঐহিকে কুলের পর নাহি আর ধর্ম্ম। কুলের বিনাশ শুন শুন কুলের জন্ম॥
ইহকালে কুল রাখ পরকালে হরি। মিনতি করয়ে শ্যাম জোড় কর করি॥
সিংহ অনাদিবর অযোধ্যানিবাসী। তাহার তনয় সূর্য্য পরম তপসী॥
তাহার হৈল সুত বিশ্বরূপ নাম। বরাহ তাহার পুত্র গুণে অনুপাম॥
বরাহসিংহের পুত্র ভৈরব মহামতি। ডোমন তাহার পুত্র দেশেতে খেয়াতি॥
ডোমনের পুত্র হৈলা এমন সদাশয়। লক্ষীধরসিংহ লিখি তাহার তনয়॥
কালক্রমে হৈল তার এ তিন নন্দন। জ্যেষ্ঠ ক্রমে লিখি গ্রাম শুনহ কারণ॥
গদাধর ভগীরথ ব্যাস মহাশয়। অবধান করি শুন সবার নির্ণয়॥
গদাধর সিংহ যখন করেন ভবন। মনের কৌতুকে শুন কুলের নন্দন॥
উত্তরপাড়া আমদপুর লিখি দুই গ্রাম। দধির ভিতরে ভাব শুন অনুপাম॥
বাপ ছাড়া উমাপতি আর নীলাম্বর। দোহার যেমত ভাব সভার গোচর॥
জিঙ্গন তিঙ্গন সিংহ পদ্ম নীলাম্বর। জিঙ্গন করেন বাস উপলাই ভিতর॥
তিঙ্গন করেন বাস দধি কলগ্রাম। পদ্ম হুড়ুম্বা শুন এই চারি ঠাম॥
উত্তরে গমন করেন রাণা মদন। হিলোড়া যাজিগ্রাম তাহার সদন॥
ভগীরথসিংহ কৈল বঙ্গ গমন। তাহার অনুজ ব্যাস শুন সর্ব্বজন॥
ব্যাসের হৈল শুন যুগল নন্দন। কল্যাণপুরে বাস করে করাড় বামন॥
ব্যাসের হইয়া সুত কুলে তোলে ডালি। তাহার অনুজ লিখি সিংহ বনমালী॥
বনমালিসিংহের পুত্র নাম শ্রীপতি। তাহার যুগল সুত হল মহামতি॥
বিনায়ক জগন্নাথ দুই সহোদর। বিনায়কসিংহের হৈল দুই কোঙর॥
লক্ষীধর পতিরাজ দুই সহোদর। কুলে রাজা লক্ষীধর শুন কুলবর॥
তাহার লিখিয়ে আমি পঞ্চ নন্দন। বিবরিয়ে কহি তার নাম ও করণ॥
রুদ্র দামোদরসিংহ আর বিদ্যাধর। আস বাস লৈয়া দেখ পাঁচ সহোদর॥
জ্যেষ্ঠ ক্রমে লিখি রুদ্রসিংহ মহাশয়। দুই পক্ষে হৈল তার এ তিন তনয়॥
প্রথম পক্ষে উদ্ধারণ আর গণপতি। আর পক্ষে বিষ্ণুসিংহ পুর্ণ্যায় বসতি॥
দেশেতে রহিল তবে ভাই দুই জন। একত্র করেন বাস দোহেতে মিলন॥
উদ্ধারণ সিংহের হৈল দুই নন্দন। বল্লাল তারাপতি শুন সর্ব্বজন॥
তারপর গণপতি করি যে লিখন। তিন পক্ষে ছয় পুত্র শুনহ করণ॥
এক পক্ষে জীধর আর প্রভাকর। আর পক্ষে নারদ মধু দুই সহোদর॥
তারপর পক্ষান্তে নন্দন বিকর্ত্তন। জ্যেষ্ঠ ক্রমে লিখি বাস করি নিবেদন॥
কান্দির মধ্যেতে জীব উত্তর প্রভাকর। মাধাইপুরে নারদাদি চারি সহোদর॥

দক্ষিণে বিলাস করে নাম তারাপতি। পশ্চিমে নদীর তটে নাহিক বসতি॥
বল্লাল করিল গ্রাম নাম বোয়ালিয়া। বিলাস করেন তথা ছাড়ি দোহালিয়া॥
রাজপুত্র দামোদর হৈয়া বলবান্। আপন ইচ্ছায় কৈল সাসপাড়া স্থান॥
রাজার লিখি যে পুত্র নাম বিদ্যাধর। দৈবের ঘটনে তেঁহ হলা জাত্যন্তর॥
তারপর আস বাস রাজার নন্দন। বঙ্গবাড়ী খ্যাতি তার কুলেতে লিখন॥
গোপাল রাজার ভাই জাম্বুয়া বসতি। পতিরাজ বলি যায় কুলের খেয়াতি॥
জগন্নাথ অধিকারী তেঁহ মহাশয়। কালক্রমে হৈল তার তিনটী তনয়॥
বালিয়ায় নিবাস করেন সিংহ শ্রীধর। গোবিন্দ মাধব রহে জাম্বুয়া ভিতর॥
ভাটরা গ্রাম ছিল ঘোষের সদন। বিভা করি লয় গ্রাম গোবিন্দ-নন্দন॥
কান্দি মাধাইপুর আর জাম্বুয়া বালিয়া। তারপর লিখি গ্রাম ছাতিনা দোহালিয়া॥
পুরাতন ভাবে আমি করিয়ে গণন। সম্প্রতি বুঝিয়ে করুন করণ কারণ॥
জামুয়া সাসপাড়া গ্রাম করিয়ে লিখন। ভাটরা লইয়া তিন মধ্যম সদন॥
সম্মান রাখিতে নারি ব্যাসের করণ। তে কারণে পুরা গ্রাম কুলেতে গণন॥
বল্লাল করিল গ্রাম নাম বোয়ালিয়া। তে কারণে হল বাস ছাড়ি দোহালিয়া॥
তার পর যত বংশ নাম নাহি করে। লুকালুকি মিশামিশি নারদের ঘরে॥
ছাতিনার উত্তরপাড়া আর আমদপুর। দধির ভিতরে বাপছাড়া গদাধরের সুত॥
কুল মনে গ্রাম কহি শুনহ করণ। গ্রহণ করিলে হয় কুলের পতন॥
কলগাঁ হুড়্মা দধি আর উপলাই। জিঙ্গন করিয়া আদি রহে চারি ভাই॥
করাড়ে কল্যাণপুর সর্ব্বলোকে জানে। আস বাস বঙ্গবেড়্যা আর স্থানে স্থানে॥
হিলোড়া যাজিগ্রাম উত্তর পত্তন। এই সকল স্থান সিংহের ভবন॥

অযোধ্যানিবাসী সোম ঘোষ মহাশয়। অরবিন্দ নামে তার হৈল তনয়॥
তার পুত্র মহেশ ঘোষ আর মকরন্দ। বসত কারণ দুই ভাই সমস্কন্ধ॥
মকরন্দঘোষ কৈল দক্ষিণে গমন। মহেশ কনকদণ্ডী জানে সর্ব্বজন॥
কালক্রমে হৈল তার যুগল নন্দন। কহিএ তাহার নাম শুনহ করণ॥
চল চিন্তামণি নাম দুই সহোদর। একত্রে করেন বাস যজান ভিতর॥
চলের চাপল্য ভাব দেখি চিন্তামণি। দুঃখিত হইয়া বলে তারে কটু বাণী॥
অভিমানে চলঘোষ ছাড়িয়া নিলয়। পাতণ্ডাতে করে গিয়া আপন আলয়॥
চিন্তামণি দেশে রহে যজান-নিবাসী; নাহিক তাহার দোষ পরম তপসী॥
তাহার হইল সুত নামে বাণেশ্বর। তাহার পুত্র রুদ্রঘোষ পরম সুন্দর॥
তাহার হইল পুত্র নাম মহেশ্বর। বলভদ্রঘোষ হইল তাহার কোঙর॥
তাহার হইল সুত আদিত্য মহাশয়। কালক্রমে হইল তার যুগল তনয়॥
জ্যেষ্ঠ নারায়ণ ঘোষ কনিষ্ঠ দামোদর। দামোদর নিবাস করেন বাগুটি ভিতর॥

ঘোষ নারায়ণে পূজে দেব উমাপতি। নবনারায়ণ হইল তাহার খেয়াতি ॥
নব পুত্রে পুত্রবান্ ঘোষ নারায়ণ। জ্যেষ্ঠ ক্রমে কহি তার নাম যে করণ ॥
ষাঠঘোষ মুরারিঘোষ রাম লক্ষ্মণ। তারপর বনমালী আর জনার্দ্দন ॥
সঙ্কেতঘোষ কানুঘোষ আর দোকড়ি। জাঙ্গাল হইয়া পার তীরে করে বাড়ী ॥
শুন শুন কুলের কথা যত পুরাতন। রহিলা আপন দেশে ভাই ছয়জন ॥
জ্যেষ্ঠ ক্রমে লিখি আমি সবার সদন। ষাঠঘোষ ছয় গ্রাম করিএ লিখন ॥
মাড়ুরা ভাডুরা গোরল্যা তিন ধাম। তারপর মণ্ডলআর্ণা লিখি গ্রাম ॥
ঠাকুরপুরা মালিনীপাড়া লিখি দুই জন। তার পর মুরারিঘোষ করিএ লিখন ॥
ঘোষবাটীতে অংশ আর রাতুনি। কুলজী প্রমাণ লিখি শুন মোর বাণী ॥
রামঘোষে লিখি গ্রাম মণ্ডল চোঙাতড়ি। কয়া লক্ষ্মণপুরে লক্ষ্মণ কৈল বাড়ী ॥
ঘোষবাটী গ্রামে বনমালীর সদন। যজানে করেন বাস ঘোষ জনার্দ্দন ॥
চারি পুত্রে পুত্রবান্ ঘোষ জনার্দ্দন। বিবরিয়ে কহি নাম শুনহ কারণ ॥
বাসু অচ্যুতঘোষ গরুড় শ্রীনিবাস। জ্যেষ্ঠ ক্রমে তিন ভাই তেজে হইল হ্রাস ॥
শুন শুন কুলবর করি নিবেদন। প্রথম কহিএ বাসুঘোষের সদন ॥
কিসমত বালুটী গয়তা সুঁদিপুর। কুনস্তি লিখিএ আর পাঁচঘরা দূর ॥
তারপরে অচ্যুতঘোষ করিএ লিখন। বালটি পাইল অংশ করি নিকেতন ॥
অভিমানে গরুড় গেলা জাম্বুয়া ভিতর। কালক্রমে দেশান্তরে শুন কুলবর ॥
সভার অনুজ লিখি ঘোষ শ্রীনিবাস। তাহার যুগল পুত্র গুণের প্রকাশ ॥
বামন কড়ারি দোষে হিলোড়া গমন। ত্রিবিক্রমঘোষে কৈল যজানে ভবন ॥
তাহার হৈল সুত লিখি বসু জনা। অষ্ট ভায়া করি কুলে রহিল ঘোষণা ॥
ভরতঘোষ তেজঘোষ আর যুধিষ্ঠির। রাজা নরপতি হল্যা বুদ্ধিতে গভীর ॥
দানে দিগম্বর হাজরা দণ্ডপাণি। শত্রুঘ্ন শুক্লাম্বর অষ্ট ভায়া গণি ॥
জ্যেষ্ঠ ক্রমে লিখি আমি ভরত ভবন। শুন হে আমার কথা কুলের নন্দন ॥
বরকুণ্ডা নূকুণ্ডা আর বিন্ধাইপুর। নাপিতকুণ্ডা কুচাইডাঙ্গা শুনহ চতুর ॥
ইহার পর লিখিএ তেজঘোষ তপাদার। মধ্য বালটী বাদে বালটী অংশ আছে আর ॥
পশ্চিমপাড়া মাজিলা এই চারি ঠাঁই। ইহার অধিক গ্রাম তেজঘোষের নাই ॥
হেড়্যা মেঘ যুধিষ্ঠির দানের নিপুণ। লিখিয়ে তাহার গ্রাম শুনহ করণ ॥
ঘোষকান্দি বানুপাড়া নন্দিবাণেশ্বর। কাথতাড়া চাঁদপুরা পলিসা ভিতর ॥
রাজা নরপতিঘোষ করিএ লিখন। পাঁচথুপী টগরা রুহা সিংহাড়ি সদন ॥
যজানে রাজার অংশ শুনহ করণ। তেরিজ করিয়া দেখ এ পঞ্চ ভবন ॥
দিগম্বরঘোষে লিখি যজান রসড়া। সাটিতড়া তাহার গ্রাম আর হরিপাড়া ॥
রসড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলাই বসতি। বাইসাবল্লভ যার কুলের খেয়াতি ॥

দণ্ডপানিঘোষ নাম উপাধি হাজরা। ঘোষবাণেশ্বর গ্রাম আর শক্তিপুরা॥
অষ্টম ভায়ার মধ্যে ভাই শত্রুঘ্ন। পিলিসমা গ্রাম লিখি তাহার সদন॥
শুক্লাম্বরঘোষে লিখি আকুতা নিবাস। অষ্ট ভায়ার নাম ধাম করিলা প্রকাশ॥
সঙ্কেতঘোষ কানুঘোষ আর দোকড়ি। জাঙ্গাল হইয়া পার তীরে করে বাড়ী॥
জ্যেষ্ঠ ক্রমে লিখি আমি তাহার ভবন। প্রথমে কহিএ শুন সঙ্কেত সদন॥
ডুনা শুখড্যা গ্রাম মউলা উলকুড়া। তেরিজ করিয়া দেখ এই চারি পাড়া॥
কানুঘোষ জয়গ্রাম করিএ লিখন। টীঠাতে তাহার অংশ বরহরা সদন॥
ঘোষের লিখিল গ্রাম বাট পুরাতন। সংপ্রতি দাখিল গ্রামে শুনহ করন॥
পুরানা দেখিয়ে গ্রাম করিএ লিখন। বিচার করিয়া দেখ কুলের নন্দন॥
পাঁচথুপী যজান লিখিয়ে রসড়া। কুলাই আকুতা ঘোষকান্দি বান্নুপাড়া॥
ঘোষবাণেশ্বর লিখি আর শক্তিপুরা। ঘোষ ঘরে নয় গ্রাম বুঝহ চতুরা॥
টগরা লিখিএ গ্রাম রুহা সাটিতড়া। যজানে রাজার অংশ আর বরকুড়া॥
নন্দিবাণেশ্বর হেড়্যা মেঘের নন্দন। মধ্যম কক্ষায় লিখি এই ছয় জন॥
কুচাইডাঙ্গা বিন্ধারপুর মারুড়া পলিসা। বালটী মহুরা ছয় লিখি ন্যূন দশা॥
সিংহাড়ি মণ্ডলআর্ণা মণ্ডলা চোঙাতরি। ডুনা উলকুড়া টীঠা রাতুলি মস্তলি॥
মহুরা গোরল্যা বরহরা ঠাকুরপুর। পাতণ্ডা হিলোড়া গত আর শুন্দিপুর॥
কুলাজী ঢাকুরী দেখ আর কঙ্কোল্লাস। বিচার করিয়া দেখ ঘোষের এই বাস॥
মথুরা-নিবাসী রামদাস সরস্বতী। বহড়ানে করয়ে বাস সেই মহামতি॥
তাহার যুগল পুত্র শুনহ সুন্দর। হরিহরদাস লিখি আর গঙ্গাধর॥
বিচার করিয়া মনে গদাধরদাস। হরিহরে দিয়ে গ্রাম ছাড়িল নিবাস॥
বহড়ান ছাড়িয়া যদি যায় গদাধর। রামদাস সরস্বতী তারে দিল বর॥
শুন শুন গঙ্গাধর আমার বচন। যেখানে করিবে বাস নহিবে পতন॥
বাপ ছাড়ি সাঁপ কৈল দাস হরিহরে। তোমার বংশের কক্ষা গ্রামের ভিতরে॥
অন্যত্র করেন বাস তোমার নন্দন। কক্ষাপাত করি কুলে হইবে লিখন॥
সেই বংশে বহড়ান ছাড়িল দুই জন। মান্দারি কুণ্ডল গত তেজের পতন॥
পিতার আদেশ লইয়া দাস গঙ্গাধর। গঙ্গার সমীপে বাস নবগ্রাম ভিতর॥
তাহার যুগল পুত্র অনন্ত কাপড়ি। পাইকপাড়াতে অনন্তদাস কৈল বাড়ী॥
উত্তরে পত্তন তায় বিষ্ণুতে করণ। বুঝিবে তাহার কক্ষা কুলের নন্দন॥
কাপড়িদাসের হৈল ছয়টী নন্দন। বিবরিয়া কহি তার নামকরণ॥
মাধব সাধব শ্রীরঙ্গ নীলাম্বর। মার্কণ্ড বনমালী ছয় সহোদর॥
মার্কণ্ড ছাড়িয়া দেশ যশোর গমন। পশ্চিমে ভাগলপুর বনমালীর সদন॥
থাকেন আপন দেশে ভাই চারি জন। জ্যেষ্ঠ ক্রমে লিখি গ্রাম শুন বিবরণ॥

নগাঁ গুরুড়া মহিপতি খএরবনি। মাধবদাসের বংশে চারিগ্রাম শুনি।
সাধব দাসের বংশ যেখানে বসতি। মসড্যা কুজন জড়াগ্রাম শুন মহামতি॥
বক্রেশ্বর নিকটে নদী দেখি যে জামনা। শ্রীরঙ্গ রহিল তথা পুত্র দুই জনা॥
নিশাপতি রত্নাকর দুই সহোদর। একত্রে করেন বাস গ্রামের ভিতর॥
ভায়ার শুনিয়া কথা রত্নাকরদাস। শুধরে করিল বিভা পলশাতে বাস॥
নিজ গ্রামে নিশাপতি করে নিকেতন। দুই পক্ষে চারি পুত্র কহি বিবরণ॥
বড় পক্ষের পুত্র নাম হলধর। ছোট পক্ষে তিন পুত্র ভাবে সমসর॥
গোপাল দামোদর আর চক্রপাণি। জামনা-নিবাসী এই তিন জনা গণি॥
ভায়ার আচরণ দেখি দাস হলধর। জামনা করিল ত্যাগ শুন কুলবর॥
কুলের করিয়া ঘটা হলধর দাস। বসতি বামনি গ্রাম মনের উল্লাস॥
নীলাম্বরের গ্রাম করিএ গণন। কলগাঁ কেআমপুর সাঙ্গরা লিখন॥
উইপুর লইয়া চারি লিখিএ ভবন। ইহার অধিক নাহি শুনহ করণ॥
বহড়ান গুড়ুরা কলগাঁ কেআমপুর। বামনি গ্রাম মহিপতি কক্ষায় ছয় পুর॥
মধ্যম কক্ষায় শুন কএ দিএ ঠাম। পলশা মসড্ডা সাঙ্গরা নবগ্রাম॥
উনভাবে তিন গ্রাম বুঝহ চতুর। খএরবনি কুজুড়া লিখএ উইপুর॥
কক্ষাতে হৈলা হ্রাস লিখি তিন জন। বিবরিএ তিন গ্রাম করিএ লিখন॥
উত্তর পতনে দেখ গেল পাইকপাড়া। আচারে জামনা গ্রাম আছে ভাই ছাড়া॥
পিতৃসাপে মান্দারি গত আর কুণ্ডল। মৌদগল্যে সতের গ্রাম আর নাহি স্থল॥
বেলুন কাঁচনা দুগা করিএ গমন। মেহগ্রাম লিখি আর গোকর্ণ বামন॥
কক্ষায় উত্তম ভাব এই পাঁচ জন। মিত্র ঘরে মধ্য ভাব শুনহ করণ॥
গোমতী কুড়ুম্ব গ্রাম কালুআ রুদুড়া-পলশা। গোকর্ণ অথর্ব্ব আছে এই পঞ্চ মধ্যদশা॥
চাচী গ্রামে খাজুরডিহি মলে ভাত্যা লিখি। কুড়ুম্বা হিলোড়া গত কক্ষাবাস দেখি॥
অচল আছেন যত মিত্রের নন্দন। বিবরিয়া তার গ্রাম শুনহ করণ॥
ধামতড়ি পদুমুড়ি কোউগাঁ নৈহাটী। পাঁচবেড়্যা লোকপাড়া কৈঅড় ভালকুটী॥
নগাঁ কান্দারি আর টিকরি সাটই। গজপতিপুর সিদ্ধপুরা মৌলাই আমলাই॥
শিবরামবাটী হিজরোড় পরে নারায়ণপুর। যোষহাট পায়রাকান্দি বিংশতিপুর॥
* * * * বিশখানি গ্রাম অচল অমূলুক॥
দত্তবাটী টেঙ্গাপুর নিরল সিবড়ী। কক্ষাতে সরেষ ভাব দত্তের চারি বাড়ী॥
বামন দামোদরবাটী করিএ কুজরা। এবেড়া আগর ব্যাস আর উত্তরপাড়া॥
মধ্যম ভাবে কৈয়া দিল এ পাঁচ কথন। ন্যূন ভাবে কিশু বিশু ঘটক প্রমাণ॥
বড়ট্যা ছাড়িয়া বলিপাড়ায় সদন। অবধান করি শুন কুলের নন্দন॥
শ্রীগাঁ শ্রীনিধিপুর পাথাই মালুটী। মাড়ুগাঁ তালইসোপা তায় যার স্থিতি॥

গোকর্ণের কিসমতি লিখি একজন। এই ত সকল স্থান পাতালনন্দন॥
দত্ত ঘরে অগ্নিঋষি করিএ লিখন। সিমাড্যা কাগাঁ আছে কুলের বরণ॥
দক্ষিণখণ্ড শিবপাড়া মুরুন্দি গ্রাম। শাণ্ডিল্যে সরেষ ভাব লৈয়া দিলা ঠাম॥
জলশুতি লোহারুন্দি জাওলা আলুগাঁই। মধ্য ভাবে চারি গ্রাম কৈয়া দিল ঠাঁই॥
কুল মানে সাবলদা করিয়ে গণন। ইহার অধিক নাই শাণ্ডিল্য সদন॥
বাতড়ি বড়ার গ্রাম আর পলিসনা। কাশ্যপের কক্ষায় লিখি এ তিন জনা॥
মাসলা ঝিকরহাটী মধ্যম আদর। কুলিয়া তুলিয়া ভালমতে করিএ বিচার॥
কুন্যাতে মিশাল আছে * * * নন্দন। বিচার করিয়া কর করণ কারণ॥
কাশ্যপের অচল গ্রাম করিএ লিখন। বুঝিবে তাহার ভাব শুনহ করণ॥
আটঘরা কোঙড়া মহিবোধ্য দাসপাড়া। গোময়হাটী সনকপুর গ্রাম হাতোড়া॥
আমল গ্রাম বড়োঙা লিখি এ সীমাঘর। কুড়ুম্বা উঁচিৎপুর সকল সোঁসর॥
দধি গোকর্ণ গ্রামে আছে সদাশয়। এই ত সকল ঠাঁই কাশ্যপ নির্ণয়॥
ভরদ্বাজ সিংহ ঘরে লিখি তিন ধাম। আমলাই পুর্ত্তাকর আর নবগ্রাম॥
লিখিএ সরস ভাবে গ্রাম আমলাই। আলুগাঁ সরস করি সীমা রাখা পাই॥
তারপর কর ঘর আছে তিন জন। বিরড়ি কাঞ্চনা কয়া * * নন্দন॥
সাড়ে সাত ঘরে সবার করণ কারণ। গ্রামগত লিখি ভাব শুন সর্ব্বজন॥
অবধানে কহি শুন কুলের নন্দন। যে গ্রামে যে কিসমতি কি হল করণ॥
দধি গ্রামের মধ্যে আছে তিন জন। বাপছাড়া উমাপতি আর জিঙ্গন তিঙ্গন॥
কাশ্যপের আছে তথা মহামহত্তর। সিংহের তনয় দুই কাশ্যপ কোঙর॥
পাইকপাড়াতে মৌদ্গল্য সর্ব্বলোকে জানে। জাতির সীমা ঘর কাশ্যপ নন্দনে॥
গোকর্ণ বসতি করে দেখ তিন জন। মিত্র কাশ্যপ তথা পাতালনন্দন॥
ছাতিনার উত্তরপাড়া জ্যেষ্ঠ গদাধর। রাজসুত লইয়া লিখি এই দুই ঘর॥
জামুয়াতে তিন গ্রাম শুন তার কথা। নিজ গ্রামে মাধিব সিংহ অধিকারী তথা॥
সাসপাড়ায় কৈল বাস রাজার নন্দন। জাম্বায় রাজার ভাই শুনহ করণ॥
আলুগাঁ করেন বাস সর্ব্বলোকে কয়। গ্রামের ভিতর আছে শাণ্ডিল্য তনয়॥
কুজরা-নিবাসী দাস দত্তের নন্দন। একে এ মিলিল জন করি নিকেতন॥
বিবরিয়া কহি আমি টিকরির কথা। মিত্র দত্ত দুই জন বাস করেন তথা॥
নবগ্রামে লিখি দুই শুনহ করণ। ভরদ্বাজ সিংহ আর মৌদ্গল্য নন্দন॥
উত্তরে হিলোড়া গ্রাম তাহার গমন। রাণায় মদনসিংহ ঘোষেতে বামন॥
দোঁহার গমন শুনি মিত্র পাছু নড়ে। পতিত কুলের মাঝে তিন জনা পড়ে॥
কিসমত্যা দশ গ্রাম করিল লিখন। বুঝিয়া করহ সবে করণ কারণ॥
কুলজী দেখিয়া লিখি করণের বাস। বিচার করিয়া দেখ কহে শ্যামদাস॥

শুন শুন কুলীনপুত্র কহি বিবরণ। করণ কারণ দোষে নিকষ ভঞ্জন॥
বাড়া পাতাল লিখি এ কজন। কুল মল গ্রাম গুচ্ছ উত্তর পতন॥
বঙ্গবাড়া ভরদ্বাজ করের নন্দন। অগ্নিঋষি পিতৃঋণী জিঙ্গন ভবন।
মাসড়া করকধা আগে খয়েরবনি। রাজবলাঘাত ঘরে আর আছনি॥
কিণ্ড বিণ্ড সীমা ভঙ্গ অজ্ঞাত কুলে করে। আমা সবা লইয়া দোষ বাইশ ঘরে॥
ধামতড়ি পদ্মমরি কোঁগা নৈহাটী। পাঁচবাড়্যা লোকপাড়া কৈঅড় ভালকুটী॥
নগা কান্দরি আর টিকরি সাটই। গজপতিপুর সিদ্ধিপুর মৌলাই আসল বই॥
শিবরামবাটী হিজরোড় পরে নারায়ণপুর। ঘোষহাট লইয়া গ্রাম শুনহ চতুর॥
শ্রীগা শ্রীনিধিপুর পমাই মালতী। মাড়্গা তালই সেনপাড়ায় যার স্থিতি॥
গোকর্ণে কিসমতে আছে একজন। পাতাল সদন আমি করিল লিখন॥
হম্বু কম্বু কিণ্ড বিণ্ড লিখি চারি জন্। জানিবে ইহার ভাব ঘরকে বর্জ্জন॥

ঘোষ ঘরে সুদিপুর লিখিএ মহুরা। সিংহারী পলিশা গ্রাম আর ঠাকুরপুরা॥
গোরুল্যা লইয়া ঘোষে দেখি সাত জনা। চাচিকা সাবলদা করিএ গণনা॥
ভাল মনে লিখি সবে এই নয় জন। বিচার করিয়া দেখ কুলীন-নন্দন॥
কটু ২০ ভরদ্বাজ তলে লিখিতে দড় ঘর। না জাবে ইহার স্থান শুন কুলবর॥
হিলোড়া বাজিগ্রাম দাসে পাকিপাড়া। উত্তর পতনে দেখ তিনে হয় ছড়া॥
কলগাঁ হড়্মা দধি আর উপলাই। জিঙ্গন করিয়া আদি বসে চারি ভাই॥
আস বাস বঙ্গবাড়্যা আছে স্থানে স্থানে। করারে কল্যাণপুর সর্ব্ব লোকে জানে॥
দত্ত ঘরে অগ্নিঋষি করিএ লিখন। সিমড্যা কগাঁ আছে কুলের বরণ॥
পিাণ্ড লূক দুই গ্রাম করিএ মিলন। কুণ্ডল কুড়ুমা আছয়ে দুইজন॥
ঘষিলে জানিবে গ্রাম যোগায় ননি। রাজবলাঘাতকুল আর আছনি॥
ভরদ্বাজকুল বিণ্ড আর সীমাভঙ্গ। অজ্ঞাত কুল মান্দারি নাহি যাবে সঙ্গ॥
তেরিজ করিয়া দেখ নয় জন ভাই। ইহার অধিক ঠাই আর কেহ নাই॥
বাইস ঘোষের দোষ নাহিক করণ। নিকষ করিয়ে তাকে করিএ লিখন॥
জানিবে সকল মস্তলা চোঙাতড়ী। বামন কররি দোষে হিলোড়ার বাড়ী॥
জামনা নিয়ে কুলের বহি কহে শ্যামদাস। নিকষ ভঞ্জন আমি করিল প্রকাশ॥”

শ্যামদাসের উদ্ধৃত ঢাকুর হইতে জানা যাইতেছে, বাৎস্য গোত্র সিংহবংশীয় রাণা মদন হইতে হিলোড়া ও বাজিগ্রাম, জীবধর ও প্রভাকর হইতে কান্দি, নারদাদি চারি সহোদর হইতে মাধাইপুর, বল্লাল হইতে বোয়ালিয়া ও দোহালিয়া, দামোদর হইতে সাসপাড়া, মাধব ও গোপাল প্রতিরাজ হইতে জামুয়া (জেমো), শ্রীধর হইতে বালিয়া (বেলে), গদাধরের সুত হইতে ছাতিনা, নীলাম্বর হইতে ছাতিনা উত্তরপাড়া, গোবিন্দের নন্দন হইতে ভাটরা, উমাপতি হইতে আমদপুর, বিষ্ণুসিংহ হইতে পূর্ণা, জিঙ্গন হইতে উপলাই, তিঙ্গন্ হইতে দধি ও

কলগা, পদ্ম হইতে হড়ুমা, করাড় বামন হইতে কল্যাণপুর এবং আস ও বাম দুই ভ্রাতা হইতে বঙ্গবাড়িয়া।

সৌকালিন গোত্র ঘোষ-বংশীয় চিন্তামণি হইতে বজান, চল হইতে পাতণ্ডা, দামোদর হইতে বালুটী, সাট হইতে মারুড়া, গুরুলিয়া, মণ্ডলআর্ণা, ঠাকুরপুরা ও মালিনীপাড়া, মুরারি হইতে ঘোষবাটী ও রাতুলি, রাম হইতে চুঞাতড়ি, লক্ষ্মণ হইতে কয়া ও লক্ষ্মণপুর, বাসুদেব হইতে কিসমত বালটী, গয়তা, সুঁদিপুর, বামন হইতে হিলোড়া, গরুড় হইতে জামুয়া, ভরত হইতে বরকুণ্ডা, বিদ্ধারপুর, নাপিতকুণ্ডা ও কুচাইডাঙ্গা, তেজ তপাদার হইতে বালটী, পশ্চিমপাড়া ও মাজিলা, হেড়া মেঘ যুধিষ্ঠির হইতে ঘোষকান্দি, বাসুপাড়া, নন্দিবাণেশ্বর, কাষতাড়া, চাঁদপুর ও পলিসা, রাজা নরপতি হইতে পাঁচপুপী, টগরা, রুহা ও সিঙ্গারি, দাতা দিগম্বর হইতে রসড়া, সাটিতরা ও হরিপাড়া, গোপাল হইতে কুলাই, দণ্ডপাণি হাজরা হইতে ঘোষবাণেশ্বর ও শক্তিপুর, শুক্লাম্বর হইতে আকুতা, সঙ্কেত হইতে তুনা, সুরুড়া, মউলা ও উলকুড়া, কাম হইতে জয়গ্রাম, টীটা ও বরহরা।

মৌদ্গল্য দাস বংশীয় রামদাস সরস্বতী হইতে বহড়ান, হরিহর হইতে মান্দারি ও কুগুল, গঙ্গাধর হইতে নবগ্রাম, অনন্ত হইতে পাইকপাড়া, মাধব হইতে নগা, সুরুড়া, মহীপতিপুর ও খয়েরবনি, সাধব হইতে মসড়া, কুজড়া ও জামনা, রত্নাকর হইতে দাস পলসা, হলধর হইতে বামুনিগ্রাম, নীলাম্বর দাস হইতে কলগা, কেমপুর, সাংরা ও উইপুর—এই সকল গ্রাম বা। কুলস্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

যে সময়ে বাৎস্য সিংহ বংশে ছয় জন এবং সৌকালিন ঘোষ বংশে ছয় জন এই উভয় বংশের ষট্‌কুল কুলজ্ঞগণের সমীকরণকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা নিরাবিল বলিয়া গৌরবান্বিত হন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে উত্তররাঢ়ীয় সমাজে ৭॥০ সাড়ে সাত ঘর মধ্যে ১৬৭ গ্রাম কুলস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উপরোক্ত গ্রামকক্ষার মধ্যেও করণের ইতরবিশেষ অনুসারে ইতরবিশেষ নির্ণীত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বাৎস্য সিংহ, সৌকালিন ঘোষ, মৌদ্গল্য দাস, বিশ্বামিত্র মিত্র ও কাশ্যপ দত্ত এই পঞ্চকুলের মধ্যেও ভাব ও কুলস্থান অনুসারে মর্য্যাদায় ইতরবিশেষ ছিল। ভাব বা কক্ষামধ্যে কোন কোন ঘর সমান ও কোন কোন ঘর তদপেক্ষা হীন, উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে তাহা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষেপে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করা হইল—

"আদৌ গ্রামগতে কুলকক্ষা। কে তত্রস্থা পৌরুষমুখ্যা॥
কে পূর্ব্বাপর পৌরুষ করণে। তে নিকষাবলি মালা ভবনে॥
উভয়কুল-ধরণী মহীপতি ভবনে। কুল করণাবলি পূরয় শ্রবণে॥
সিংহে কান্দিগত মাধ রিপু। বালিয়া জামুয়া সমকক্ষাহু॥
তদনু ভাটোরা ছাতিনা ধরণী। দ্বিতীয় মহী সমরুচি করণী॥
তদনু দোহালি দক্ষি কপাটে। সাসপাড়া স্বাগত কুলরাটে॥

সমকক্ষান্বিত দ্বিতীয়গ্রামী। সমকরণাদপি সমগত ধামী॥
তদনু চতুর্থে মৃত্বরবপূর্ণা। নিকষ কুলাবলি চূর্ণিত তূর্ণা॥
তদনু জ্যেষ্ঠ বর বরকান্দি। তত্রামোদপুর শৃণু কুলসন্ধি॥
দধিগ্গারণাগত দ্বিবিধা কক্ষা। জনকত্যাগী কুলরুচিমুখ্যা॥
সমকক্ষান্বিত তৃতীয় গ্রামী। পূর্ণান্বিত বর চতুরা ধামী॥
কথিতং বাৎস্যাবনীগতভাব। পতনোত্থানে লাভালাভ॥
তদনু কুলাবনি কুলমলধরণী। কুলবর-সন্ততি-কক্ষাহরণী॥
ব্যাসতনুজে পতিত করাড়। কল্যাণগত সুবিদিত রাঢ়॥
আসৌ বাসৌ পতিতৌ বঙ্গে। কতি দিনান্বিতৌ বঙ্গজ সঙ্গে॥
বঙ্গাদ্রাঢ়ং পুনরায়াতৌ। কুল বাঙ্গকক্ষা কুৎসা নিপাতৌ॥
তেজি কুলাদ্যা করণ কুঠারি। সীমাভঙ্গজ কক্ষাহারি॥
কশ্চিদ্দন্তিদার কতি গত কলগাঁ। কহি উপলাইক হুড়ুমা মলগাঁ॥
উত্তর পতনে গত মহীযুগলং। নন্দীস্পর্শাৎ কুলরুচিসমলং॥
যাজিগ্রাম স্তদনু হিলোড়া। কুলরুচিহরবর করণ বিষোড়া॥
কুলরিপুনির্ণয় বসতি ক্ষৌণী। করণে প্রস্থে কুলভব মৌনী॥
কথিতং সিংহে বসতি-ধরিত্রী। মননিষ্কুল কুল বিকল পবিত্রী॥
ঘোষে পঞ্চথুপী কুলমুখ্য। কুলমহীগণনে নহি সমকক্ষ॥
তদনু কুলাইক কুলাগত রসড়া। মেঘে ঘোষকান্দি বানুপাড়া॥
দেশে নহি পুনঃ যুগলগ্রামী। দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ধামী॥
তৎসম শক্তিঘোষ বাণাখ্যা। দেশে মধুর দিগন্তর কক্ষা॥
তদপি বা মহীকুল চাকুতাখ্যা। শুক্লাম্বর রব নির্ম্মল কক্ষা॥
ঘোষে গুণ মহী যজান। করণে সুবিদিত রম্যস্থান॥
সম্প্রতি কুলগত কোমল কক্ষা। কুল কুৎসার্ণবদুন্দুভি দক্ষা॥
কতি কুলমিশ্রিত সমুচিতখানে। পূর্ব্বাপর লঘু লঘু গত মানে॥
দোষে মিশ্রিত গুণচয়হারী। তৎকুল মধ্যে মৃদঙ্গারকারী॥
বর রব রহিত মহী যজান। শ্রুতিমধুর তে কুল-সম্মান॥
কথিতং ঘোষে বর মহীভাব। গ্রহ বসু গণনে কুলগত লাভ॥
নৃপতিকুলোদ্ভব মধ্যম কক্ষা। যজানাংশরুহাটগরাখ্যা॥
সাটিতড়াবনি বর মধ্যাংশে। কোমল কক্ষ দিগম্বর বংশে॥
মণ্ডলবংশে বরকুণ্ডাখ্যা। মেঘে বাণেশ্বরে মৃদুতরকক্ষা॥
ন্যূনে পলিসা কলিসা বচনে। সচ বিন্ধারপুর মৃদুবর বচনে॥
তেজস্তেজরহিত কুলভাবে। মগরাখ্যা মহীগত মৃদু রাবে॥

নরপতি-কুল-ভব গত সিংহাড়ি। শৈচতে গ্রাম গত কুল পাড়ি॥
কথিতং চাষ্ট ভ্রাতর কক্ষা। গ্রামগতা রিপু মধ্যম মুখ্যা॥
শৃণু বর নবনারায়ণ অবনি। কেবা বংশজ কে কুলদমনী॥
ঘাটো মাণ্ডুর মণ্ডলার্ণা। কুলগত বংশজ ভাব স্থপর্ণা॥
গোরলিয়া ঠাকুরপুর রিপু গণনে। মণ্ডল চুঞাতড়ী কুলহননে॥
বালটি বংশজ যদি কুল সেবে। কক্ষাবিহীন রিপুদল লেভে॥
স্থদিপুর পাতণ্ডাচ্যুতঘোষে। খর্ব্ব হিলোড়া করজী দেশে॥
সঙ্কেতাদি ত্রয় কুল-ধরণী। সম্প্রতি কুলগত কুলরিপু করণী॥
কুল টিঠা বহরাগত ভালাস। সাঞিজুলি মহুরা গত কুলহ্রাস॥
কথিতং ঘোষে মহীগত কক্ষা। কুলগত গত মৃদু মধ্যম মুখ্যা॥
শৃণু মৌদ্‌গল্যাবনি কক্ষারাবা। কাবাবনি মৃদু কা কুল লাভা॥
আদৌ কক্ষান্বিত বহড়ান। তৎসম কলগাঁ কক্ষাবান॥
তৎসম স্থরুড়া বামনিগ্রাম। পরত মহীপতি কক্ষাধাম॥
কেমপুরাগত তদনুজ ভাবে। সম্প্রতি কুলগত কুলরিপু লাভে॥
মসড়া মধ্যম সম্প্রতি মুখ্যে। সত্যরূপাই নির্ম্মল কক্ষে॥
নবগ্রাম সাঙ্গড়া কুল মধ্যম কক্ষ। পলসা উইপুর মৃদুতর পক্ষ॥
ন্যূনে কুজুড়া খরবনি অবনি। দোষে নহি মৃদু কুলবরদমনী॥
আপদগত মনা বিমনা। হলধর বর্জ্জিত কক্ষ দমনা॥
পাইকপাড়াপ্যুত্তরপন্থা। বিষ্ণুস্পর্শাদপিচ কুলন্তা॥
মন্দারিগত কুণ্ডল পিণ্ডা। বহড়ানে চ্যুত ভাবে ছিণ্ডা॥
কথিতং মৌদ্‌গল্যাবনিভাব। কুরু কুলনির্ণয় লাভালাভ॥
তদনুজ বিশ্বামিত্র দত্তে। কে কুলমুখ্যা কর্ম্ম মহত্তে॥
কে বা মধ্যমে কে কুলহারা। ত্রিবিধারন্থাহার বিহারা॥
মিত্রে বেলুন মেহগ্রাম। তৎসম কাঞ্চন কক্ষাধাম॥
তৎসম চাখণ্ডলপুরাখ্যা। গোকর্ণাবনি খর্ব্বে মুখ্যা॥
বরমহী গণনে পঞ্চগ্রামী। তদনুজ মধ্যম কক্ষা ধামী॥
আদৌ গোমতী মধ্যম ভাবে। পঞ্চবটীতট গত মৃদুরাবে।
তৎসম কক্ষা কুড়ুম গ্রামী। গোকর্ণা খর্ব্বিত সমধামী॥
আদৌ মধ্যম সম্প্রতি কালুয়া। মেহগ্রামাৎ চাচিকালুয়া॥
খর্জ্জুরডিহি তস্মাদ্‌গত হ্রাস। স্থদিপুর সম্পশ্চতি নিবাস॥
শৈচতে মিত্রাবনি কুলমধ্যে। তদনুশ্রুতধ্বনি লঘুতর পদ্যে॥
কানুয়াৎ কুড়মসাগত গত দেবে। পতনং পিণ্ডা লঘুবর সেবে॥

উত্তর পতনে পতন হিলোড়া। বঙ্গে স্পর্শাৎ করণ হিলোড়া॥
পলসা কুহুড়াগত কাঞ্চন তো। কক্ষা মধ্যম বড়টিয়া পলতো॥
কথিতং মিত্রাবনিগত কক্ষা। তদনু শৃণু অবনি দত্তবরাখ্যা॥
আদৌ দত্তবাটী কুলমুখ্যে। রাজ্যান্তর রহিত সমকক্ষে॥
ঠেঙ্গাপুরগত তন্মধ্যে। সিবড়ি নিরোল সমশর পদ্মে॥
মুখ্যেতে ত্রিগ্রাম কক্ষা। তদনু দামোদর এরেড়াখ্যা।
বাটী দামোদর এরেড়া। তদনুজ বামনটিকরি কুজুড়া।"

উপরে যাহার যে কক্ষা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কক্ষা ছাড়িয়া অন্যত্র বাস বা অন্যত্র করম করিলে তাহা 'সীমাভঙ্গ' বলিয়া গণ্য হয় ও কুলে দোষ পড়ে। এ সম্বন্ধে কুলাচার্য্য ঘনশ্যা মিত্র লিখিয়াছেন—

"সীমাভঙ্গ করণ কুঠারি, নিকষ কুলাবনি কক্ষাহারি।
সীমাভঙ্গাৎ নতু গুরুদোষ, কিম্বা সিংহ্যপথবা ঘোষ।
সীমাভঙ্গাদুত্তর পতন, সিংহো সুবিদিত রাণা মদন।
সীমাভঙ্গাৎ পাইকাপাড়া, কাপড়ি অচ্যুত উত্তররাঢ়া।
সীমাভঙ্গাৎ কুণ্ডলপিণ্ড্যা, সীমাভঙ্গাৎ কুড়ুমসাছিণ্ড্যা।
সীমাভঙ্গাৎ করণে করাড়া, ব্যাসে সুবিদিত সন্ততি রাঢ়া
সীমাভঙ্গাৎ জনকত্যাগী, সিংহোমাপতি কুল অনুরাগী।
সীমাভঙ্গাৎ ত্যজি কুলাস্থা, জ্যেষ্ঠ কুলাল কুৎসিত পন্থা।
সীমাভঙ্গাৎ বিক্রমকন্যা, যদি পুনঃ দৈবাৎ ত্যাগে ধন্যা।
সীমাভঙ্গে গ্রহণে পতনং, দ্বয়সপ্ততিকুল কুলগতমধনং।
সীমাভঙ্গাৎ কুচারি-কুলজ-কুলকথা লুপ্তগুপ্ত ত্রিদোষী
ভঙ্গাগারবিগারবর্জ্জিত কুল প্রেক্ষত কক্ষোত্তমঃ।
ষষ্ঠঘরে কষ্ট লিখি সপ্তলিখি কটু, কুলমল পরশিলে লিখিবা মল বটু।
জিঙ্গনাদি অরি ছুইয়া কুলের সঙ্কট, অরি আর্ত্তি করি তুল্য পিণ্ডমাখা ঘট।
কবজী মন্দার পিণ্ড ঘটে নাই ধরি, উত্তরপতনে পড়ি তুল্য মূল্য করি।
যথা ভোজনকালে গণ্ডগোল, যূথে যূথে খিরাকোল।
বৈসে করণ পাট্টা কোল, আমমাংস সদর তোল।" (কক্ষোল্লাস)

সীমাভঙ্গ সম্বন্ধে ঘনশ্যামের দৌহিত্র শুকদেবসিংহ এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দেশ ছাড়িয়া বসু দিগে যেবা যথা যায়। মান দূরে দূরে কাছে কাছে নিবাসের প্রায়॥
তুর্ণগামী পূর্ণগামী ডাক বিচার। তব ধরিয়া যুক্তি করিয়া গণ বুঝিয়া সার॥
মানে তুঙ্গ তুল্য তনু অনু শচী কটু দাস। পুণ্যে পদে পদে কলা কলৌ ক্রমে হ্রাস॥
কত স্বভাব ছাড়া গাঞি বিগতি লঘু গুরু তনে। ভাবের তুল্য ঘরের দিয়ে মানজোড়া বট বিনে॥

সীমাতন সরসি ভাবে নীরস এক সোপানে হ্রাস। পদান্বিতে বৃদ্ধি এক কলঙ্কের ভাস॥
সমস্থায়ী উর্দ্ধঘরে প্রদানীয় নিধি। দেশ বিদেশে পরস্পরে যুক্তিমতে বিধি॥
দানাধিক্যে কহিল এই ভাগ বিদাহী দাস। অধিক গণক্রান্তে মন্তে অন্ত মন্তে সর্ব্বনাশ॥

কুলজ্ঞেরা স্থির করিয়াছিলেন, 'নিজের' গড় বা কক্ষ ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিয়া পুনরায় আসিয়া সমাজে বাস করিলে তাহার সীমাভঙ্গ দোষ দূর হইতে পারে। ঐ সম্বন্ধে শুকদেব সিংহ পূর্ব্বমত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"রাঢ়ী স্বগড় ছাড়ি ছাড়ি বাঢ়ে বাস কুলে ধরে পানি।
যদি পাক ধরি ধরি ডাকিয়া চলে কে তার হানি॥
গড়নিবাসী অগড়বাসী পাক সরসি বাঢ়ে।
তুল্য বলে গড়নিবাসীর সরস কাঁটা রাঢ়ে॥
যে যে রাঢ় ত্যজি ত্যজি দিগ্ বিদিকে স্থিতি মাগন বাটে।
তথা থাকে থাকে থাকে বাঢ়ে ক্রমে বাউ উজান কাটে॥
বৈসে বিদেশী আর বিদেশ দেশে ডাক থাকিলেই চলে।
নহে পাক পড়িল গণে পুছে জ্ঞাতি চাহে ছলে॥

বাসের জন হেতু তুর্ণ পূর্ণ বহু সে বিচার। ধরি তনগণ ডাক পাক যুক্তি ভাবসার॥
অপি বৈসে আগু জন সেই স্থিতির বীজ হেতু। থাক ত্রিপুরুষে তুর্ণ ভাসা পরে পূর্ণ সেতু॥
স্বদেশ আগতের পূর্ণ সরস বিদেশগামীর তুর্ণ। কিবা দাব থাকিলে দুই ঝাকে সবে বিপাকে চূর্ণ॥
ভয়ে অসতে করণ সতে ছাড়ে করণ সতাসতে। পরে * * * বিজ বাসের হেতু নিতে॥
করণ দুর বিদেশী দূর বিদেশে দেশ ভেদিয়া করে। রুচির হইলে শুচির মত কেবা বিচার ধরে॥
পাঁচ দিগে যদি করে গণের মত ভাল। দেশে করে রুচির কর্ম্ম আঁধার ঘরে আল॥
কেবা অপাক বিপাকে করে পাক পাড়ি পাড়ি দেশে। যথা দেববোধে ক্ষেত্রপাল সেবে মুক্তি আশে॥
দেশে বিদেশে জরু করে অরুচি কুলে দিয়া ডালি। যেন অন্নাভাবে শাক আহার তাথে পড়ে বালি॥
যদি পাকে পাইয়া বিদেশীর পথের কাটে বাটা। মূলের মূল ঘরকে গেল নব্য ধনের ঘটা॥
যথার বিধি তথা লিখি বাস করণের মর্ম্ম। পথ মাপিয়া তুলাতুল রাঢ়ী জাতির ধর্ম্ম॥
স্বগড় তেজিলে বৈসে বাড়ে ছাড়িলে দেশের কাছে। ভুয়ো ভুয়ো করি মানা দূর যাবেনা পাছে।
শ্রীকরণে সাড়ে সাতে ধাতু অষ্ট কুলে। পুরাতনে ধারা মানে স্থূল অংশ মূলে॥
কুলযুগলে ধাতুরাজ রূপ্য ভাগ দাসে। মিত্রদত্ত তাম্র পিতল সচী তুষ্ট কাঁসে॥
কিন্তু তাম্র মূল্য তুল্য মিত্র শুচি পিতল প্রায়। পঞ্চ করণে লিখি শ্রেষ্ঠ ধাতু চারি জায়॥
নীচ নহ কটু সিংহ অসৎ ইতর করে। ধাতু মলিন মাজা ভাঙ্গা সাজা সার কদাচ মরে॥
বাসের ভাগ বিদেশে কান্তি মলিন কিবা গেলে রাঢ়ে। প্রতি পদে হ্রাস লোপেই পুনঃ বাড়ে

ধ্রুব বসে আদ্যজন আগে করণ কর্ত্তা পরে। পুরা বাড়ি দাড়ি পায় মাঝে কিবা কুল করে॥

দেশে ভদ্রাৎ বিনে দাড়িহীন মলিন পোড়ামুখ। গুণ থাকিলেও লোকে হাসে দেখিয়া না পায় সুখ॥

শির গত্তি পরে পাড়াদি গোটা পূর্ব্বাশৌচ ক্ষীণ। পুরাপুরো তাই যে গুণ বুঝ পিলসীম॥

যদি বিদেশে হইতে স্থিতি দেশে পুনঃ বিদেশে যায়। যথা নদীর টেঁকে ভাটো উজান স্রোত ভাঁটো ধায়॥

স্থানান্তরে গতাগত দেশ সমীপে মান। রাজারাম-সুতে বলে একই অংশে জান॥

স্বগ্রামে ঘরে পূর্ব্বাপরে তার পরিচয় সে। গ্রাম ভিন্ন থাকে চলে ডাকে পরিচয় চায় কে॥

না চিনিলে জানি তার ভয়াদি কোথা হানে। ভাইর ভাবে মিলাই পাঁজি বংশকুল জানে॥

সে খুঁজি পাঁজি নানামতে একই বহু পুঁথি। কাহার বংশ গেল কোথা বাস কৈল কথি॥

যদি সবল ধারা গাঞিহারা তারি দায় বড়। লঘুগণের হালের পাঁজি কেবা করে জড়॥

কহে বটু ধারা পটু কেহো চোরা গাঞি ভাষা। একের বংশে করণ ধ্বংসে আনের তাতে আসা॥

কভু বক-সমাজে হংসরাজে হংস মাঝে বকা। সেই সভাতে ডাকে চিনি কে খায় কার টাকা॥

কিন্তু সঙ্গ হেতু লঘুগুরু গুরু লঘু ভাব। অপি সংসর্গাদাষগুণা বাক্য লাভালাভ॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম কুলক্রিয়া ব্যয় ভাবসিদ্ধ জানি। বাঁশের গণের মত ভাব বাখানি কুলে যে তুরাবাণি॥

সিংহ রাজারাম-সুতে ভণে বালিয়া পূর্ব্ব ধাম। কুলগ্রন্থকর্ত্তা যাহার মাতামহ ঘনশ্যাম॥"

শাস্ত্রে আছে "ধনেন কুলং"। এ কথা উত্তররাঢ়ীয় সমাজে কতকটা খাটে। কুলীন হইলেও যিনি যত ব্যয় করিতে পারিবেন, সমাজে ও কুলজ্ঞগণের নিকট তাঁহার তত মান বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শুকদেব সিংহ লিখিয়াছেন—

"নরে যে ধন করয়ে ব্যয় করণের প্রতি। দেখ সত্যপথে কৈলে হয় অবশ্য মুকুতি॥

কিন্তু ঐহিকের বড় সুখ করণ কারণ। সেই সে সুখ করিতে পারে যে হয় ভাজন॥

কুল হেতু ধন ব্যয় যশঃ হেতু কুল। প্রকাশ কুলের খ্যাতি কুলাচার্য্য মূল॥"

কুলজ্ঞগণ কুলীনগণের প্রাণস্বরূপ গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপর কথা বলিবার কোন কুলীনের সাধ্য ছিল না। কুলজ্ঞ বা কুলাচার্য্যগণও কুলীনের যথেষ্ট সম্মান করিতেন, কিন্তু কুলীনের দোষ দেখিলে তাহার সমালোচনা করিতে কাতর হইতেন না। সুপ্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য ঘনশ্যাম মিত্র তাই ঘোষণা করিয়াছেন—

"মিত্র কুলে জন্ম আমার গোমতীতে বাস। ঘনশ্যাম নাম মুই শ্রীকরণের দাস।

নিরাবিলের প্রাণ আমি ভঙ্গ কুলের অরি। শ্রীকরণের করণ কারণ তুল্য মনে করি॥"